করেছেন—ম্লেচ্ছাচারের আধিক্য থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্য কালীর শাপে 'বুদ্ধদেব' নাকি স্বয়ং রামানন্দ ঘোষ রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। গ্রন্থে কবির ব্যক্তিপরিচয় প্রায় কিছুই নেই। কোথাও তিনি নিজেকে দ্বিজ-অংশ-সম্ভূত, কোথাও বা আবার শূদ্রকুল জাত বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর বিশ্বাস অনুসারে দারুব্রহ্ম অর্থাৎ জগন্নাথদেব এবং রামচন্দ্র উভয়ে এক ও অভিন্ন, এবং উভয়েরই বুদ্ধদেবের রূপান্তর।

### ৮.১০.৩ দ্বৈপায়ন দাসের মহাভারত

কাশীরামের পুত্র পরিচয়ে যাঁদের ভণিতা পাওয়া গিয়েছে, দ্বৈপায়ন দাস তাঁদের একজন।—

"কাশীর নন্দন কহে রচিয়া পয়ার।/অবহেলে গুণে যেন সকল সংসার।"/

আবার

"দ্বৈপায়ন দাসে বলে কাশীর নন্দন/এতদূরে পাওয়ার স্বর্গ আরোহণ।।"

ইত্যাদি কিন্তু দ্বৈপায়ন দাস সাথে মোটেই কোনো কবি ছিলেন, অথবা 'মহাভারত' কার ব্যাসদেবের ( দ্বৈপায়ন) 'দাস' এর অভিধার অন্তরালে আত্মগোপন করে এক বা একাধিক কবির কবিকীর্তিলাভের এ প্রয়াস যে কথা সঠিক বলা চলে বা। দ্বৈপায়ন দাসের ভণিতায় প্রধানত বনপর্ব, গদাপর্ব এবং স্বর্গারোহণ পর্বের পুথি পাওয়া গেছে।

### ৮.১০.৪ গঙ্গাদাস সেনের মহাভারত

সঞ্জয় মহাভারতের সবচেয়ে পুরোনো যে পুথি দুটি পাওয়া গিয়েছে, তার একটিতে অশ্বমেধ পর্বে গঙ্গাদাস সেনের ভণিতা পাওয়া গিয়েছে। এর থেকে মনে হয় গঙ্গাদাস সেন মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব রচনা করে থাকতে পারেন।

### ৮.১০.৫ নন্দরাম দাসের মহাভারত

নন্দরাম দাস কাশীরাম দাসের ভ্রাতুষ্পুত্র। নন্দরামের ভণিতায় উদ্যোগ পর্ব ও দ্রোণ পর্ব পাওয়া গিয়েছে। ভণিতা থেকে জানা যায়, তাঁর পিতার নাম ছিল নারায়ণ। একটি ভণিতায় ক্ষেমানন্দ দাসের নাম আছে। ইনি নন্দরামের পুত্র অথবা অনুরূপ স্নেহভাজন ব্যক্তি ছিলেন বলে মনে হয়। নন্দরামের ভণিতায় ভক্তিপরায়ণতার বেশ পরিচয় আছে।

### ৮.১০.৬ শঙ্কর কবিচন্দ্র এর ভাগবত

শঙ্কর কবিচন্দ্র সপ্তদশ শতাব্দীর সন্ধিকালের কবি। তবে "ভাগবতামৃত" সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই রচিত। ভাগবতামৃতের সর্ব দেবদেবী বন্দনায় কবি বিষ্ণুপুরের মদনমোহনের নবরত্ন মন্দিরের বর্ণনা দিয়েছেন।

এই মদনমোহন মন্দর নির্মাণ করেছিলেন দুর্জনসিংহ। মন্দির নির্মাণের কাল 'মল্লাব্দ ফণিরাজ শীর্ষ গণিতে" (১০০০ মল্লাব্দ) অর্থাৎ ১৬৯৪ খ্রিষ্টাব্দ। অতএব এ ব্যাপারে আমরা নিঃসংশয় যে মন্দির নির্মাণের পর কবি তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন। সুতরাং তাঁর কাব্য রচনার কাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিক, একথা বলা যায়।

কবিচন্দ্রের কৃষ্ণকথা প্রধানত ভাগবতের দশম স্কন্ধ থেকে সংকলিত কাহিনী। তবে অন্যান্য স্কধের জনপ্রিয় কিছু কিছু উপাখ্যানও তিনি পালা হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এরপর ভাগবতের দশম স্কন্ধে কাহিনীকে কবি যথাযথ ভাবেই অনুসরণ করে কবি কাব্য রচনা করেন।

তবে কবি যে আক্ষরিক অনুবাদ করতে চাননি, তা তিনি নিজেই বলেছেন—

কেবা ব্যাসদেবের বুঝয়ে অভিপ্রায়।
ভাবর্থ ভাবের ব্যাখ্যা কবিচন্দ্র গায়।

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.